০৩

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ...23 OCT 1992...
পৃষ্ঠা... ১ ... কলাম ... ৮ ...

৭

শিক্ষানীতি ও দই-মিষ্টি কাটারীভোগ প্রসঙ্গ

ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥ গতকাল (বৃহস্পতিবার) সংসদের বেসরকারী সদস্য দিবসে আওয়ামী লীগের সৈয়দ আবুল হোসেনের কালকিনি

(শেষ পৃঃ ৫-এর কঃ দ্রঃ)

শিক্ষানীতি

(প্রথম পৃঃ পর)

থানা সদরে অবস্থিত কালকিনি পাইলট হাইস্কুল ও সৈয়দ আবুল হোসেন কলেজ জাতীয়করণ সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত প্রস্তাব ভোটে নাকচ হইবার পূর্বে আওয়ামী লীগের ধীরেন্দ্র দেবনাথ শম্ভু ও শিক্ষামন্ত্রী ব্যারিষ্টার জমিরুদ্দিন সরকারের মধ্যে দুধকলা খাওয়া লইয়া রসাত্মক বাক্য বিনিময় হয়। ধীরেন্দ্র দেবনাথ শম্ভু প্রস্তাবের সমর্থনে আলোচনায় 'দেশে কোন শিক্ষানীতি নাই' মন্তব্য করিলে জবাবে শিক্ষামন্ত্রী ব্যারিষ্টার জমিরুদ্দিন সরকার বলেন, প্রতিটি গ্রামে ১টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, থানায় একটি করিয়া কলেজ ও হাইস্কুল সরকারীকরণের পদক্ষেপের পাশাপাশি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় বিল পাস হইবার পরও ধীরেন্দ্র দেবনাথ শম্ভু শিক্ষানীতি দেখেন না। তাহাকে বগুড়ার দই, সাভারের মিষ্টি, মুন্সিগঞ্জের কলা, দিনাজপুরের কাটারীভোগ, বরিশালের কালিজিরা, ঠাটারীবাজারের গরুর মাংস দিয়া ভোজন করাইলেও তিনি বলিবেন কিছুই খান নাই। শম্ভু বলেন; শিক্ষামন্ত্রীর খাদ্য সামগ্রীর এতবড় ফর্দ শুনিয়া মনে হইতেছে তিনি সারাদিন কেবল খাইতে থাকেন, শিক্ষানীতি, করিবার সময় কোথায়। শিক্ষামন্ত্রী জবাবে বলেন,, 'হ্যাঁ, আমি এসব খাই বলিয়াই শিক্ষানীতি করি আর আপনি খান না বলিয়া শিক্ষানীতি বুঝেনও না।'

পূর্বাহ্নে সৈয়দ আবুল হোসেন তাহার প্রস্তাবের সমর্থনে ১৯৪৬ সালে প্রতিষ্ঠিত কালকিনি পাইলট হাইস্কুল ও ১৯৭২ সালে প্রতিষ্ঠিত সৈয়দ আবুল হোসেন কলেজ জাতীয়করণের পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করিয়া বলেন, এই দুইটি প্রতিষ্ঠানের পরীক্ষার ফলাফল ব্যবস্থাপনা বিবেচনা করিলে প্রস্তাবটি শিক্ষামন্ত্রীর গ্রহণ করা উচিত। প্রস্তাবের সমর্থনে কেহ 'বর্তমান শিক্ষাবর্ষের মধ্যে' 'কেহ ৩ বছরের মধ্যে' জাতীয়করণ করার সংশোধনী আনিয়া অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন আওয়ামী লীগের মুহম্মদ নাসিম, অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম, কাজী আবদুর রশীদ, ডাঃ মোকাম্মেল হোসেন, উপাধ্যক্ষ আবদুস শহীদ, তবিবুর রহমান সরদার, মিজানুর রহমান মানু, খান টিপু সুলতান, জাতীয় পার্টির এবাদুর রহমান চৌধুরী, জামায়াতের মওলানা হাবিবুর রহমান ও লতিফুর রহমান। তাহারা সকলেই এই প্রস্তাবের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের নিজ নিজ এলাকায়ও অনুরূপ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণের দাবী জানান।

জবাবে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, থানা পর্যায়ের হাই স্কুল ও কলেজের ফলাফল, এলাকার বেশী সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী উপকৃত হইবে কি-না, অনুন্নত এলাকা উপকৃত হইবে কি-না বা ছাত্র-ছাত্রীর জোগান দেওয়ার মত নিম্নস্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে কি-না, এসবের উপর ভিত্তি করিয়া সরকারীকরণ করা হইবে। আলোচনাশেষে প্রস্তাবটি ভোটে নাকচ হইয়া যায়।